দৈনিক সংবাদ

16

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

14 JAN 1987

শিক্ষা ও পরীক্ষার উন্নয়ন

সম্প্রতি এক সরকারী জরিপে জানা গেছে যে, পরীক্ষায় দুর্নীতি ও শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনীর ফলে দেশের শিক্ষা উন্নয়নের পথে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা সচিবের পৃষ্ঠপোষকতায় চারশ' ছাব্বিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রশাসনিক কার্যালয়ে জরিপের এই ফল পাওয়া গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যারা জড়িত তারা এই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। কিন্তু প্রতিকারের পথ কোথায়? জরিপ রিপোর্টে অবশ্য সমস্যা দূরীকরণের জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন, পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধের জন্য বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন, প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি বদল, শ্রেণী পরীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ এবং বহিঃপরীক্ষার সাথে শ্রেণী পরীক্ষার নম্বর যোগ করে ফল প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বলা যা হয়েছে তা করার জন্য ব্যবস্থা নেয়ার ব্যবস্থা করার দরকার। কিন্তু সরকার তো খোদ পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্টকেই হিমাগারে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা, মাসিক পরীক্ষা আবশ্যিক করা ও সমগ্র পাঠ্যসূচী থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন করা ও নোট বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কথাও উক্ত জরিপকারীদের সুপারিশে বলা হয়েছে। কমিটির অভিমত যথার্থ এবং উন্নত দেশগুলোতে এই নিয়মে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও পরীক্ষার কাজ চালানো হয়ে থাকে। কিন্তু ইংরেজ আমল থেকে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে ভিত গেড়েছে তা বড় শক্ত। সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতি বদলানোর জন্য কত যে কমিটি ও কমিশন গঠন করে সুপারিশ নেয়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এরমধ্যে পাঠ্যবিষয়ে কিছু অদলবদল করা হয়েছে। কিন্তু তার ফলে শিক্ষা সঙ্কটের চাকা বেশী নড়েনি। এদিকে অর্থবান ও অর্থহীনদের জন্য দ্বিবিধ শিক্ষার প্রবর্তন ঘটেছে। সচ্ছলদের শিক্ষা ও পরীক্ষার ফল ভাল এবং গরীবদের অবস্থা উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা সেটা সরকারের পর্যালোচনা করে দেখার দরকার আছে। এক দেশ ও এক জাতির জন্য এক ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থাই তো থাকা উচিত।

কমিটির সুপারিশে প্রাইভেট টিউশনী নিষিদ্ধকরণের জন্য আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারলে বিশেষত গরীব ছাত্রছাত্রীদের উপকার হবে। বর্তমানে বহু শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনী নিয়েই বেশী ব্যস্ত। ফলে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর কাজটা গুরুত্ব বা মনোযোগ পায় না। স্কুল কমিটির উচিত এব্যাপারে কঠোর মনোভাব নেয়া। এজন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিষয়টি সরকারের বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। সরকারকে এজন্য কিছু বাড়তি খরচের বোঝা নিতেই হবে।